সমকাল

তারিখ 04 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

এমপিও জালিয়াত চক্র এখনও সক্রিয়

■ জিলফুল মুরাদ

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ 'মান্থলি পে-অর্ডার' বা এমপিওভুক্তি চালু নিয়ে এখনও সক্রিয় রয়েছে জালিয়াত চক্র। বিশেষ করে রংপুর বিভাগের কয়েকটি জেলায় সক্রিয় এ চক্র। এমপিওভুক্ত হননি এমন শিক্ষকরা এখনও যোগাযোগ করলে 'কাজ হবে' বলে আশ্বাস দিচ্ছেন তারা। আর এমপিওপ্রতি দাবি করা হচ্ছে ২০ হাজার টাকা।

সমকালে ৬ নভেম্বর 'সক্রিয় এমপিও জালিয়াত চক্র' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর কয়েক দিনের জন্য কাজ বন্ধ রাখলেও ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছেন জালিয়াতরা। এ বিষয়ে মাউশি মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেন, সমকালে প্রকাশিত সংবাদের সহায়তায় এমপিও জালিয়াতির সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করা গেছে। অপরাধীদের মূলোৎপাটন করতে হবে। সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে।

দুই অভিযুক্তকে মাউশি তিনবার ডাকলেও সাড়া মেলেনি

জালিয়াতিতে জড়িত শিক্ষকরাও : রংপুর বিভাগের গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম ও পীরগঞ্জের এমপিও জালিয়াত চক্রের তিন সদস্যের সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। এমন একজন গাইবান্ধা চ্যাংমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ আলম। তিনি বলেন, 'কী কাজ? এমপিও না স্কেল?' এমপিওর জন্য কত খরচ হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, রংপুর বিভাগের জন্য ২০ হাজার টাকা লাগবে। চক্রের আরেক সদস্য কুড়িগ্রামের শিক্ষক রফিকুল ইসলামও এমপিওর কাজ হবে বলে জানান। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চক্রের সদস্যরা বিভিন্ন এলাকা থেকে কাজ নিয়ে এসে কুড়িগ্রামের রাজারহাট আদর্শ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফুর রহমান আশু এবং চান্দামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আহসান হাবীব সানুর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এ বিষয়ে মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াস হোসাইন বলেন, তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করতে গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে মাউশি। শিগগিরই সুরাহা হবে।

মাউশির ডাকে সাড়া দেয়নি অভিযুক্তরা : সমকালে এমপিও জালিয়াতির সংবাদ প্রকাশের ভিত্তিতে কুড়িগ্রামের রাজারহাট আদর্শ দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফুর রহমান আশু, কুড়িগ্রাম রাজার হাটের চান্দামারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আহসান হাবিব সানুসহ অভিযুক্ত আরও কয়েকজনকে গত সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিন দফায় মাউশিতে ডাকা হয়; কিন্তু অভিযুক্তরা মাউশির ডাকে সাড়া দেননি। মাউশি জানায়, তাগিদপত্র দিয়ে তিন দফায় ডাকা হলেও তারা মাউশিতে আসেননি। এখন তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যেভাবে জালিয়াতি হয়েছে : গত বছর জানুয়ারিতে কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী উপজেলার নয়টি বিদ্যালয়ের নয়জন সহকারী শিক্ষক এমপিওভুক্ত হন। অথচ এমপিওভুক্ত হতে তারা কোনো আবেদনই করেননি। নিয়ম অনুযায়ী, এমপিওভুক্তির জন্য আগ্রহী শিক্ষককে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। এমপিও অনুমোদন হলে মাউশির কম্পিউটার সেল এমপিওভুক্ত করে। অথচ ওই ৯ শিক্ষকের আবেদন ছাড়াই মাউশি কম্পিউটার সেল (ইএমআইএস) থেকে সরাসরি তাদের এমপিওভুক্তি করা হয়েছে। এজন্য শিক্ষকপ্রতি নেওয়া হয়েছে দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা। এ টাকা লেনদেন হয়েছে কুরিয়ার সার্ভিসে। লুৎফুর রহমান রাজধানীর এলিফ্যান্ট রোড শাখায় 'সাইফুর রহমান' নামের এক ব্যক্তিকে ঐ টাকা পাঠিয়েছেন। ওই সাইফুর ও তার মোবাইল নম্বর ধরে খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, তিনি মাউশির ইএমআইএস সেলের প্রোগ্রামার। গত ২০১৪ সালের মে থেকে নভেম্বর পর্যন্ত পাঁচ ধাপে কুড়িগ্রাম থেকে সাইফুর রহমানের নামে মোট সাড়ে ১৮ লাখ টাকা পাঠানো হয়েছে।